সূরা আর-রহমানের লুকানো তিলিসমঃ রিজিক ও বরকতের গোপন দরজা খোলার আমল

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

সূরা আর-রহমানের লুকানো তিলিসম: রিজিক ও বরকতের গোপন দরজা খোলার আমল

সূচনা:

গভীর রজনীতে যখন পৃথিবীর সব আলো নিভে যায়, তখন কি আপনি কখনো অনুভব করেছেন যে অদৃশ্য কোনো শক্তি আপনার চারপাশে ঘুরছে? রিজিকের দরজাগুলো যখন একের পর এক বন্ধ হয়ে যায়, তখন কি মনে হয় কোনো এক কালো ছায়া আপনার ভাগ্যকে গ্রাস করে ফেলেছে? এই ভিডিওটি কোনো সাধারণ আলোচনা নয়, এটি এমন এক গোপন রহস্যের উন্মোচন যা শুনলে আপনার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে। আজ আমরা পবিত্র সূরা আর-রহমানের এমন এক লুকানো তিলিসম বা আধ্যাত্মিক চাবি আপনাদের হাতে তুলে দেব, যা শত বছরের বন্ধ থাকা রিজিক ও বরকতের দরজাকে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে।আপনি কি প্রস্তুত সেই অদৃশ্য জগতের ক্ষমতার মুখোমুখি হতে?

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আমি আপনাদের খাদেম, হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-

কামিল। আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব কোরআনের মহাসাগরের এমন এক গভীর স্তরে, যেখানে লুকিয়ে আছে মানুষের অকল্পনীয় সাফল্যের চাবিকাঠি।

অধ্যায় ১: অভাবের অদৃশ্য শিকল ও মানুষের হাহাকার

মানুষ যখন অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন তার চারপাশের পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে এবং নিশ্বাসেও বিষাক্ত ভারি বাতাস অনুভূত হয়।এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কীভাবে শয়তানি শক্তি এবং বদনজর মানুষের সাজানো সংসারকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং রিজিকের প্রবাহকে পাথরের মতো শক্ত বাঁধ দিয়ে আটকে রাখে।একজন মানুষ যখন ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে মাঝরাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদে, তখন সেই কান্না আরশ মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছাতে দেরি হয় না কিন্তু মাঝখানে থাকে এক অদৃশ্য দেওয়াল। অনেকেই মনে করেন পরিশ্রম করলেই ভাগ্য ফিরবে, কিন্তু তারা জানে না যে আধ্যাত্মিক জগত যদি তালাবদ্ধ থাকে তবে হাজার বছরের পরিশ্রমও এক মুহূর্তের জাদুকরী বাধার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। আপনার ঘরের কোণে জমে থাকা অন্ধকার, পারিবারিক অশান্তি এবং অর্থের অনটন কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, বরং এটি আপনার ওপর নিক্ষিপ্ত নেতিবাচক শক্তির এক ভয়াবহ লক্ষণ যা আপনাকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে।এই দৃশ্য কল্পনা করুন যে, আপনি সাগরের মাঝখানে

ভাসছেন কিন্তু এক ফোটা পানি পান করতে পারছেন না, ঠিক তেমনি রিজিক আপনার চারপাশে আছে কিন্তু আপনি তা ছুঁতে পারছেন না।এই অদৃশ্য শিকল ভাঙার জন্যই আজ আমরা সূরা আর-রহমানের সেই অলৌকিক শক্তির সন্ধান করব যা লোহার শেকলকেও মোমের মতো গলিয়ে দিতে পারে।

অধ্যায় ২: দয়ালু প্রভুর নামের মহিমা ও আর-রহমানের রহস্য

সূরা আর-রহমান হলো পবিত্র কোরআনের সেই মুকুট যা পাঠ করলে আসমান ও জমিন কেঁপে ওঠে এবং আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা দলে দলে সেই ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে।আল্লাহ তাআলা এই সূরায় তাঁর 'রহমান' বা পরম দয়ালু নামের এমন এক তেজস্বী প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে জীবনের স্পন্দন ও রিজিক পৌঁছে দেয়।যখন কোনো মুমিন বান্দা পূর্ণ একীন ও বিশ্বাসের সাথে এই সূরা তিলাওয়াত শুরু করে, তখন তার চারপাশে একটি নূরের বা আলোর বলয় তৈরি হতে থাকে যা সাধারণ মানুষের চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব নয়।এই সূরার প্রতিটি আয়াতে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির আদি ও অন্তের রহস্য, যা ভেদ করতে পারলে দুনিয়ার কোনো শক্তি আপনাকে দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে রাখতে পারবে না।সমুদ্রের তলদেশে থাকা মাছ থেকে শুরু করে গহীন জঙ্গলের পিপীলিকা পর্যন্ত সবাই এই 'রহমান' নামের উসিলায় রিজিক পায়, তাহলে সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে আপনি কেন

বঞ্চিত থাকবেন? এই সূরার গোপন তিলিসম হলো এমন এক চুম্বক শক্তি যা মহাবিশ্বের ভাণ্ডার থেকে রিজিককে টেনে আপনার পায়ের কাছে এনে হাজির করতে বাধ্য করে। আল্লাহর এই সিফাতি বা গুণবাচক নামের দাপটে শয়তান ও জিনের বাদশা পর্যন্ত নতজানু হতে বাধ্য হয় এবং তারা সেই স্থান ত্যাগ করে পালাতে থাকে।

অধ্যায় ৩: ৩১ বার চ্যালেঞ্জ ও জিন জাতির স্বীকৃতি

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এই সূরায় আল্লাহ তাআলা ৩১ বার প্রশ্ন করেছেন—"তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?"—এটি কোনো সাধারণ প্রশ্ন নয়, বরং এটি হলো অকৃতজ্ঞ মানুষ ও জিন জাতির প্রতি এক অলৌকিক চ্যালেঞ্জ।প্রতিবার যখন এই আয়াতটি উচ্চারিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক জগতে এক প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হয় এবং রিজিকের বন্ধ দরজাগুলোতে একের পর এক হাতুড়ির আঘাত পড়তে থাকে।জিন জাতি যখন এই সূরার তেলাওয়াত শুনেছিল, তারা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল যে আমরা আপনার কোনো নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না, আর ঠিক তখনই তাদের জন্য আসমানি বরকতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো সে নিয়ামত পাওয়ার আগেই অভিযোগ শুরু করে, আর এই অকৃতজ্ঞতাই তার রিজিকের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় যা এই সূরার মাধ্যমে চূর্ণ করা সম্ভব। এই ৩১ বার পুনরাবৃত্তির মধ্যে রয়েছে এক গাণিতিক ও আধ্যাত্মিক কোড, যা

সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আপনার জীবনের মোড় ঘুরে যেতে বাধ্য।প্রতিটি আয়াতে যখন আপনি আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দেবেন, তখন আল্লাহ প্রতিদান হিসেবে আপনাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারেননি।এটি কেবল একটি আয়াত পাঠ করা নয়, বরং এটি হলো আল্লাহর খাজানা বা ভাণ্ডারের গোপন তালা খোলার এক একটি চাবি যা ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে হয়।

অধ্যায় ৪: তিলিসমাতি শক্তির জাগরণ ও প্রস্তুতি

এখন আমরা মূল আমল বা সাধনার দিকে অগ্রসর হব, তবে মনে রাখবেন এই শক্তির জাগরণ ঘটাতে হলে আপনার দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত করতে হবে।তিলিসমাতি শক্তি কোনো খেলনা নয়, এটি জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন গভীর রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলার মতো হিম্মত ও সাহস। আমল শুরু করার আগে আপনাকে অবশ্যই হালাল রিজিক খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং নিজের শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার সংকল্প করতে হবে। ঘরের একটি নির্জন কোণ বেছে নিন যেখানে কোনো শোরগোল নেই, এবং সেই স্থানে সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করুন কারণ ফেরেশতারা সুঘ্রাণ পছন্দ করেন।আপনার পোশাক হতে হবে পরিষ্কার এবং মন হতে হবে আয়নার মতো স্বচ্ছ, যেখানে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির ছবি ভেসে থাকবে।আপনি যখন ওজু করে জায়নামাজে বসবেন, তখন মনে করবেন

আপনি এখন এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরাসরি আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিচ্ছেন। প্রস্তুতির এই পর্বে আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে এবং আপনি এক ধরনের অলৌকিক উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন, কিন্তু ভয় পাবেন না কারণ এটি রহমতেরই লক্ষণ।

অধ্যায় ৫: গোপন আমলের সময় ও নক্ষত্র

আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্তে আসমানের দরজাগুলো সম্পূর্ণ খোলা থাকে এবং সেই সময়ে করা দোয়া সরাসরি কবুল হয়ে যায়। সূরা আর-রহমানের এই বিশেষ গোপন আমলটি করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বা জুমার রাত, যখন শেষ প্রহর বা তাহাজ্জুদের সময় উপস্থিত হয়।এই সময়ে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং বান্দাদের ডাকতে থাকেন, তাই এই মুহূর্তটি হাতছাড়া করা মানে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারা। চাঁদের হিসাব অনুযায়ী যদি চান্দ্র মাসের প্রথম দিকে এই আমল শুরু করা যায়, তবে এর ফলাফল বিদ্যুতের চেয়েও দ্রুতগতিতে পাওয়া যায় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।গভীর রাতে যখন চারপাশের পরিবেশ নিস্তব্ধ থাকে, তখন আপনার একাগ্রতা এবং আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যায়। আপনি ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক রাত ৩টায় জায়নামাজে দাঁড়াবেন, কারণ এই সময়ে শয়তানি শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নূরের ফেরেশতাদের বিচরণ বেড়ে যায়।সময়ের এই গোপন রহস্য যারা

জানে না, তারা সারা জীবন আমল করেও কাঙ্ক্ষিত ফল পায় না, কিন্তু আপনি আজ সেই গোপন জ্ঞান লাভ করলেন।

অধ্যায় ৬: রিজিক আকর্ষণের আধ্যাত্মিক সাধনা (পূর্ণ নিয়ম)

এখন আমি আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সাধনা বা আমলটির পূর্ণ নিয়ম বর্ণনা করছি, যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং ভক্তিভরে পালন করতে হবে।

১. জুমার রাতে তাহাজ্জুদের সময় উঠে ভালো করে মেসওয়াকসহ ওজু করবেন এবং শরীরে বা কাপড়ে সামান্য আতর মেখে কিবলামুখী হয়ে বসবেন।

২. প্রথমে ১১ বার দরুদ শরীফ (দরুদে ইব্রাহিম) পাঠ করবেন, এটি আপনার এবং আল্লাহর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পাসওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে।

৩. এরপর সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত শুরু করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন এটি সাধারণ তিলাওয়াত নয়; আপনাকে প্রতিটি আয়াত ধীরস্থিরভাবে ও অর্থের দিকে খেয়াল রেখে পড়তে হবে।

৪. যখনই আপনি "ফাবি আইয়্যে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান" আয়াতটি পাঠ করবেন, তখন আপনি চোখ বন্ধ করে মনে মনে কল্পনা

করবেন যে আসমান থেকে স্বর্ণমুদ্রা বা নূরের বৃষ্টি আপনার ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

৫. সম্পূর্ণ সূরাটি মোট ৩ বার পাঠ করবেন এবং প্রতিবার শেষ করার পর আল্লাহর কাছে আপনার নির্দিষ্ট অভাব বা ঋণের কথা উল্লেখ করে কান্নাকাটি করবেন।

৬. আমল চলাকালীন কারো সাথে কোনো কথা বলা যাবে না এবং মোবাইলের সুইচ অফ রাখতে হবে যাতে দুনিয়াবি কোনো শব্দ আপনার মনোযোগ নষ্ট না করে।

৭. শেষে আবার ১১ বার দরুদ শরীফ পড়ে আমল শেষ করবেন এবং এক গ্লাস পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি পরিবারের সবাইকে খাওয়াবেন।

৮. এই আমলটি আপনাকে টানা ২১ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে, মাঝখানে কোনো বিরতি দেওয়া যাবে না।

অধ্যায় ৭: আমল চলাকালীন অলৌকিক অভিজ্ঞতা

যখন আপনি এই সাধনায় মগ্ন থাকবেন, তখন আপনার সাথে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং ভয়ের উদ্রেক করতে পারে।অনেক সাধক জানিয়েছেন যে, তিলাওয়াতের সময় তারা ঘরের মধ্যে গোলাপ ফুলের তীব্র সুবাস পেয়েছেন অথবা মনে হয়েছে কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং বাতাস করছে।কখনো কখনো আপনার শরীর হঠাৎ খুব ভারি মনে হতে পারে অথবা প্রচণ্ড

গরমেও আপনার শরীর শীতে কাঁপতে শুরু করতে পারে, যা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবেশের লক্ষণ। যদি আপনি ঘরের ছাদের দিকে বা জানালার বাইরে কোনো উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি দেখেন তবে বিচলিত হবেন না, বরং তিলাওয়াত চালিয়ে যাবেন পূর্ণ সাহসের সাথে।এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ করে যে আপনার আমল কবুল হচ্ছে এবং আপনার রিজিকের পথে থাকা জিন বা শয়তানি বাধাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।আপনার ঘুমের মধ্যে আপনি পরিষ্কার স্বপ্ন দেখতে পারেন যেখানে কেউ আপনাকে নির্দেশনা দিচ্ছে বা সুসংবাদ প্রদান করছে, যা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। মনে রাখবেন, এই সময়ে শয়তান আপনাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আপনাকে অটল থাকতে হবে।

অধ্যায় ৮: বাধার বিনাশ ও আয়ের নতুন উৎস

আমলের মাঝপথে বা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে আপনার জীবনে আটকে থাকা কাজগুলো হঠাৎ করেই অলৌকিকভাবে সমাধান হতে শুরু করেছে।যে মানুষটি আপনার পাওনা টাকা দিচ্ছিল না, সে হয়তো নিজে এসে আপনার টাকা দিয়ে যাবে অথবা দীর্ঘদিন ধরে বেকার থাকার পর হঠাৎ কোনো ভালো চাকরির প্রস্তাব আসবে। ব্যবসায়িক মন্দা কেটে গিয়ে হঠাৎ করেই কাস্টমার বা ক্লায়েন্টের আনাগোনা বেড়ে যাবে যা দেখে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।এগুলো কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং সূরা আর-রহমানের

সেই তিলিসমাতি শক্তির প্রভাব যা আপনার ভাগ্যের চাকাকে সচল করে দিয়েছে।আপনার মনের ভেতর থেকে হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে এবং এক অদ্ভুত প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে যা আপনাকে কাজে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে।রিজিকের উৎসগুলো এমন সব জায়গা থেকে তৈরি হবে যা আপনি স্বপ্নেও ভাবেননি, মনে হবে যেন অদৃশ্য কোনো হাত আপনাকে সাহায্য করছে।পুরনো শত্রুতা মিটে গিয়ে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হবে এবং সমাজের মানুষের কাছে আপনার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

অধ্যায় ৯: পারিবারিক প্রশান্তি ও বরকতের ধারা

রিজিক মানে শুধু টাকা-পয়সা নয়, বরং পারিবারিক সুখ-শান্তি এবং সুস্থতাও রিজিকের এক বিশাল অংশ যা এই আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয়।এই আমলের বরকতে আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে থাকা ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে।সন্তানদের অবাধ্যতা দূর হয়ে তারা দ্বীনের পথে ফিরে আসবে এবং তাদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে যা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে।ঘরের মধ্যে থাকা রোগ-বালাই দূর হয়ে যাবে এবং ডাক্তারি ওষুধের ওপর নির্ভরতা কমে আসবে কারণ কোরআনের নূরে রোগ জীবাণু টিকতে পারে না।আপনার উপার্জিত অর্থে এমন বরকত আসবে যে অল্প টাকাতেও আপনি মাসের খরচ চালিয়ে কিছু সঞ্চয় করতে পারবেন যা আগে সম্ভব ছিল না।মেহমানদারি করার

তৌফিক বাড়বে এবং আপনার ঘর থেকে কেউ খালি হাতে বা খালি পেটে ফিরে যাবে না ইনশাআল্লাহ। একটি জান্নাতি পরিবেশ আপনার ঘরে বিরাজ করবে যেখানে প্রবেশ করলেই মন ভালো হয়ে যায়।

অধ্যায় ১০: শোকরগুজার ও স্থায়িত্ব রক্ষা

সবকিছু পাওয়ার পর মানুষের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা শুরু হয়, আর তা হলো সেই নিয়ামতের সঠিক কদর করা এবং অহংকার থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ যখন আপনাকে দুহাত ভরে দেবেন, তখন আপনাকে অবশ্যই দান-সদকার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং গরিব-দুঃখীদের হক আদায় করতে হবে।আপনি যদি এই আমলের প্রভাব স্থায়ী রাখতে চান, তবে প্রতিদিন অন্তত একবার সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং হারাম উপার্জন থেকে বিন্দুমাত্র স্পর্শও নেবেন না।মনে রাখবেন, এই আমলটি একটি আমানত, যা আপনাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দেওয়া হয়েছে, তাই কোনো অবস্থাতেই নামাজ ত্যাগ করা যাবে না।আপনার আচরণে নম্রতা ও বিনয় থাকতে হবে, কারণ অহংকার পতনের মূল এবং তা মুহূর্তের মধ্যে সব বরকত ধ্বংস করে দিতে পারে।এই গুপ্তধন পাওয়ার পর যদি আপনি আল্লাহকে ভুলে যান, তবে সেই রিজিক আপনার জন্য আযাব বা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা আজীবন আল্লাহর গোলাম হয়ে থাকব এবং তাঁর দেওয়া রিজিক তাঁরই রাস্তায় ব্যয় করব।

শিক্ষণীয় উপসংহার:

সম্মানিত দর্শক, সূরা আর-রহমানের এই তিলিসম বা আমল কোনো জাদুমন্ত্র নয়, বরং এটি মহান আল্লাহর কালামের এক অলৌকিক মোজেজা।যদি পূর্ণ বিশ্বাস, ধৈর্য এবং সঠিক নিয়ম মেনে আপনি এই সাধনা করতে পারেন, তবে রিজিকের মালিক আল্লাহ অবশ্যই আপনার অভাব মোচন করবেন।মনে রাখবেন, আল্লাহ তাকেই সাহায্য করেন যে নিজের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে।আপনার জীবন হোক প্রাচুর্যময় এবং আপনার হৃদয় হোক আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ—এই কামনাই করি।

আপনারা যারা আধ্যাত্মিক জগত বা রুহানিয়াত সম্পর্কে আরও গভীরে জানতে চান, তাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি একটি বিশেষ 'মেগাক্লাস'। এখানে মোট ১২টি অ্যাডভান্সড টপিকের ওপর হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে:

১. ৩১ বারের গাণিতিক রহস্য: সূরা আর-রহমানের ৩১টি আয়াতের গোপন কোড দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের বিশেষ আমল।

২. সূরা আর-রহমানের পানি পড়া: ১০ বছরের পুরোনো রোগ ও জাদুর আসর নষ্ট করার পরীক্ষিত চিকিৎসাপদ্ধতি।

৩. আগুনের আয়াত ও জিন ভস্ম: সূরা আর-রহমানের তেজী আয়াত দিয়ে অবাধ্য জিন ও শয়তানকে পুড়িয়ে ফেলার বিদ্যা।

৪. দ্রুত বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী বশীকরণ: সূরা আর-রহমানের 'ইয়াকুত ও মারজান' আয়াতের বিশেষ আমল ও প্রয়োগ।

৫. গায়েবি সাহায্য ও রিজিক: সূরা আর-রহমানের ৩ টি গোপন আয়াত দিয়ে ৭ দিনে বিশাল অর্থের মালিক হওয়ার সাধনা।

৬. চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি: সূরা আর-রহমান দিয়ে দোকান ও অফিসের চার কোণ বন্ধ করার শক্তিশালী তিলিসম।

৭. কাশফ বা অদেখা জগত দর্শন: টানা ৪১ দিন সূরা আর-রহমান পাঠ করে রুহানি শক্তি বা কাশফ খোলার রিয়াজত।

৮. ঋণ মুক্তি ও মামলা জয়: সূরা আর-রহমানের বিশেষ নকশা ব্যবহার করে পাওনা টাকা আদায় ও শত্রুকে দমন করার কৌশল।

৯. চেহারায় নূর ও আকর্ষণ বৃদ্ধি: সূরা আর-রহমান পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে মুখ ধোয়ার বিশেষ সৌন্দর্য সাধনা।

১০. সূরা আর-রহমানের মুয়াক্কেল সাধনা: এই সূরার খাদেম ফেরেশতাদের সাথে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ স্থাপনের গোপন নিয়ম।

১১. বন্ধ্যাত্ব ও সন্তান লাভ: সূরা আর-রহমান ও জাফরান কালির তাবিজ দিয়ে নেক সন্তান লাভের পরীক্ষিত তদবির।

১২. মেধা শক্তি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি: ছাত্রদের জন্য সূরা আর-রহমানের বিশেষ আয়াত মুখস্থ ও পানি পড়ার নিয়ম।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন। জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732